দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04-OCT 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

15

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা কার্যকর হয়নি

টঙ্গীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে

টঙ্গী, ৩রা অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।–ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরের উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলেও টঙ্গীতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ক্যাম্পাসটিকে আধুনিক হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবনগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অনুষদ ভবনে বসছে দুর্বৃত্তদের আড্ডা, ছাত্রাবাসগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে 'গোয়ালঘর' হিসেবে, পুরো প্রাঙ্গণ জুড়ে চলছে এলাকাবাসীদের 'ইচ্ছা অনুযায়ী' কৃষি কাজ।

১৯৮৬ সালে টঙ্গীতে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে ৫৪ একর এলাকা জুড়ে প্রায় ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।

১৯৯০ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। সে সময় তৎকালীন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত ভবন এলাকা জুড়ে একটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। প্রস্তাবিত হাসপাতালের পরিকল্পনা গৃহীত হবার পর প্রাথমিক পর্যায়ে ১৭ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীও নিয়োগ করা হয়। কিন্তু হাসপাতালটি চালু করার কাজ আর এগোয়নি।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এখন ধান মাড়াই ও খড় শুকানোর কাজ চলে প্রতিদিন। —সংবাদ

এলাকার এখন পুরো ক্যাম্পাসই পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

পরিত্যক্ত ভবনগুলো রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে ভবনের জানালার কাঁচ, সেনিটারী সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক তার, সুইচসহ বহু জিনিসপত্রই চুরি হয়ে গেছে।

পরিত্যক্ত ভবনগুলো কোন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে না, তবে বছরে একবার হাজী ক্যাম্প, মাঝে মধ্যে ত্রাণশিবির ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পরিত্যক্ত ভবনগুলো বর্তমানে আশপাশের লোকেরা তাদের গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করছে। ফসল তোলার মৌসুমে ধান মাড়াই, ধান উড়ানো এমনকি গোলাজাত করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে ভবনগুলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে এখন ধানের চাষও করা হচ্ছে। পরিত্যক্ত ছাত্রাবাসগুলো এখন স্থানীয় অধিবাসীদের গোয়ালঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

তবে পরিত্যক্ত অনুষদ ভবন ব্যবহৃত হচ্ছে অন্যভাবে। বাতিহীন, নির্জন বহুতলা ভবনগুলো এক শ্রেণীর দুর্বৃত্ত 'অসামাজিক কার্যকলাপ চালাবার নিরাপদ স্থান' হিসেবে বেছে নিয়েছে। সন্ধ্যার পর এখানে জমজমাট আসর বসে।

অভিযোগ পাওয়া গেছে এখানকার ভবনগুলো থেকে কেউ কেউ নিয়মিত বখরাও আদায় করে থাকে।